ইতালিতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর ব্যাপক সংক্রমণ হওয়ার প্রেক্ষিতে
বাংলাদেশ দূতাবাসের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইতালিতে করোনা ভাইরাস সনাক্ত হওয়ার সাথে-সাথেই বাংলাদেশ দূতাবাস রোম প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচী হাতে নেয়। পরবর্তীতে এর সঙ্গে করোনা ভাইরাস সংক্রমণকালে পরিস্থিতি অনুযায়ী দূতাবাস যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলো-

১. **সচেতনতা তৈরিঃ** দূতাবাস ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা/স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করাসহ কোভিড-১৯ বিষয়ে ইতালির সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্দেশনা ইতালি প্রবাসী সকল বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়মিত অবহিত করেছে। দূতাবাস নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি, লিফলেট ও নির্দেশনা জারি করেছে। পাশাপাশি, দূতাবাসে সেবা গ্রহণে আগত ব্যক্তিদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার, তাপমাত্রা পরীক্ষা সহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে জোর নজরদারি বজায় রেখেছে।

২. **খাদ্য কুপন বিতরনঃ** কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রথম ধাপে ইতালির অর্থনীতি বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশি কাজ হারিয়েছেন এবং ইতালি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদান পাননি এমন ৬০০ টি পরিবারকে দূতাবাসের পক্ষ থেকে খাদ্য কুপন দেয়া হয়েছে। প্রায় ২৫ লাখ টাকা সমমূল্যের এই কুপন ইতালির ৭ টি অঞ্চলের ১৫ টি দোকানের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

[ইতালির সর্বাধিক আক্রান্ত পর্যটন খাত যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং বাংকার ব্যবসার সাথে যুক্ত অধিকাংশ প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বিগত বছরের তুলনায় এবছর ইতালিতে প্রায় ২৪০ মিলিয়ন পর্যটক কম এসেছে-তথ্যসূত্রঃ The Italian Tourist Federation, Assoturismo (similar to the Bangladesh Parjatan Corporation) and Confesercenti (An organization of Lazio region for trade, tourism, services, crafts and industrial SMEs)]

৩. **বাংলাদেশে গিয়ে আটকে পড়া প্রবাসী**দের ইতালিতে ফেরত আসার বিষয়ে ইতালির সরকার ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক ও কার্যকর সমন্বয় সাধন করা। ভাড়াকরা (চার্টার্ড) বিমানে প্রবাসীদের ইতালিতে ফেরার ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে দূতাবাস।

৪. **নিয়মিত কন্স্যুলার সেবা চালু রাখাঃ** মে ২০২০ এর শেষ সপ্তাহে প্রথম ধাপের লকডাউন তুলে নেয়ার পর ০৩ জুন ২০২০ থেকে দূতাবাস নিয়মিত কন্স্যুলার সেবা চালু করে। ইতালির পুলিশ/আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তাবিত সেবা সীমিত রাখার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রায় ২৫০-৩০০ জন সেবা-প্রত্যাশীকে পাসপোর্ট, সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য কন্স্যুলার সেবা প্রদান করা হয়।

৫. **ছুটির দিনে কন্স্যুলার সেবাঃ** ইতালি সরকার কর্তৃক বিদেশী নাগরিকদের তিনটি ক্যাটেগরিতে কাজের জন্য নিয়মিতকরনের (সানাতোরিয়া) ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষিতে সপ্তাহের নিয়মিত কর্মদিবস ছাড়াও ছুটির দিনসমূহে (প্রতি শনিবার) অতিরিক্ত কন্স্যুলার সেবা প্রদান করেছে।০৩ জুন ২০২০ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত দূতাবাস এই সেবা প্রদান করেছে। গড়ে প্রতিদিন (প্রতি শনিবার) ৩০০ প্রবাসী সেবা গ্রহণ

করেছেন। **ইতালির সরকার কর্তৃক ঘোষিত রেড জোনের (কার্যত লকডাউন) সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমানে নিয়মিত কর্মদিবসের অতিরিক্ত প্রতি শনিবার সকাল ১০-বিকাল ০৫ টা পর্যন্ত বিশেষ ব্যাবস্থাপনায় বিরামহীন ভাবে পাসপোর্ট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।**

৬. **কন্স্যুলার ক্যাম্পঃ** এছাড়া ইতালির বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক যারা বিভিন্ন কারনে সেবা গ্রহণ করতে দূতাবাসে আসতে পারেন নি তাঁদের সুবিধার্থে ১৪ আগস্ট ২০২০ হতে ০৩ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ইতালির ৬টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে কন্স্যুলার ভিজিট পরিচালনা করে এবং সাধারণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়। কন্স্যুলার ভিজিটের মাধ্যমে প্রায় ৩৫০০ পাসপোর্ট এবং ৭০০ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

*[করোনাকালীন সময়ে ০৩ জুন ২০২০ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৩৭,০০০ প্রবাসীকে সেবা দেয়া হয় যার মধ্যে ১৮,৮০০ পাসপোর্ট নবায়ন, ২,০৫০ নতুন পাসপোর্ট, ৭,০৫০ পাসপোর্ট বিতরণ, ৬,৫০০ সার্টিফিকেট বিতরণ এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন ধরণের তথ্য-সেবা গ্রহণ করেছেন]***

৭. **মৃতদেহ বাংলাদেশে পাঠানোঃ** এ পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত হয়ে ৩৫ জন প্রবাসী বাংলাদেশীর মৃত্যুর খবর দূতাবাসের গোচরীভূত হয়েছে (তথ্য প্রকাশ না হোয়া/করার প্রবণতা আছে)। বাংলাদেশ দূতাবাস করোনা ভাইরাস চলাকালীন **কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে কিংবা অন্য যে কোন কারণে মৃত্যুবরণকারী ১৫ জনকে** সরাসরি আর্থিক সহায়তা এবং অন্যান্যদের প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করে মৃতদেহ বাংলাদেশে প্রেরণের ব্যাবস্থা করেছে। এছাড়া, যে সকল প্রবাসী নিজ ব্যবস্থাপনায় মৃতদেহ দেশে পাঠিয়েছে তাঁদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক সকল সহয়তা করেছে দূতাবাস।পাশাপাশি, ইতালিতে ০৫ জন মৃতব্যক্তির দাফনের জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা দিয়েছে দূতাবাস।

[ইতালিতে সর্বপ্রথম করোনাভাইরাস সনাক্ত হয় ৩১ জানুয়ারি ২০২০ রোমে। দুজন চীনা নাগরিক (দম্পতি) যারা ২৩ জানুয়ারি ২০২০ মিলান থেকে ভেরোনা, পারমা হয়ে ২৮ জানুয়ারি ২০২০ রোমে আসেন। ৩১ জানুয়ারি ২০২০ ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে সমগ্র ইতালিতে ৬ মাসের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ ইতালির উত্তরাঞ্চলের লোম্বারডি, পরবর্তীতে ভেনেতো, এমিলি-রোমানিয়া সহ অন্যান্য অঞ্চলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পরে। ০৮ মার্চ ২০২০ থেকে ইতালির সরকার উত্তরাঞ্চলের ১৪ টি অঞ্চলে লকডাউন ঘোষণা করে যা ১০ মার্চ ২০২০ থেকে বর্ধিত করে পূরো দেশের জন্য কার্যকর হয়। করোনা ভাইরাসের এপ্রিল ২০২০ এর শুরু থেকে ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হতে থাকলে ০২ জুন ২০২০ তারিখে লকডাউন শিথিল করা হয়। ১৫ মার্চ ২০২১ থেকে আগামী ০৬ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ইতালির অধিকাংশ এলাকায় (সারডিনিয়া ব্যাতীত) 'রেডজোন' (প্রকারান্তরে লকডাউন) ঘোষণা করা হয়।]